

এক নজরে বাংলাদেশ

ভৌগোলিক অবস্থান	:	বাংলাদেশ ২০°৩৪ ও ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ ও ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।
মোট আয়তন	:	১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল
বিভাগ	:	৭টি
জেলা	:	৬৪টি
উপজেলা/থানা	:	৪৮৪টি
ইউনিয়ন	:	৪৪৯৮টি
সিটি কর্পোরেশন	:	১০টি
মিউনিসিপ্যালিটি	:	৩১৪টি
গ্রাম	:	৮৭,৩২০টি
খানা	:	৩,২১,৭৩,৬৩০টি
বার্ষিক বৃষ্টিপাত (গড়)	:	-
দেশের মোট জনসংখ্যা	:	১৫,২৫,১৮,০১৫ (১৬ জুলাই-২০১২)
দেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত	:	১০৩ : ১০০
বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	১.৩৭%
জনসংখ্যার ঘনত্ব	:	১০১৫ (প্রতি বর্গকিলোমিটার)
মুসলমান	:	৮৯.৫%
হিন্দু	:	} ১০.৫%
বৌদ্ধ	:	
খ্রিস্টান	:	
অন্যান্য	:	
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	:	৬৭.৭ বছর
শিক্ষার হার	:	৫৮.৬ (১৫ বছরের উপরে)
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	:	৬.৩২
কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার	:	২.৫৩
মাথাপিছু আয়	:	৬৬,২৮৩ টাকা বার্ষিক
গ্রামে বসবাস করে	:	৭৪.৫০
শহরে বসবাস করে	:	২৫.৫০

এক নজরে কৃষি

মোট পরিবার/খানা	:	২,৮৬,৯৫,৭৬৩
মোট কৃষি পরিবার/খানা	:	১,৫১,৮৩,১৮৩
কৃষি বহির্ভূত পরিবার/খানা	:	১,৩৫,১২,৫৮০
মোট এলাকা	:	১৪৮,৪৬ লাখ হেক্টর
মোট আবাদযোগ্য জমি	:	৮৫,২৭,৫৩০ হেক্টর
মোট সেচযোগ্য জমি	:	-
মোট সেচকৃত জমি	:	১,৬৯,০৪,০০০ একর
আবাদযোগ্য পতিত	:	১১,৫৩,০০০ একর
ফসলের নিবিড়তা	:	১৯১%
এক ফসলি জমি	:	৫৫,২৬,০০০ একর
দু'ফসলি জমি	:	১০,১৪,৯,০০০ একর
তিন ফসলি জমি	:	৩৬,৭০,০০০ একর
নিট ফসলি জমি	:	১৯,৩৬৮,০০০ একর
মোট ফসলি জমি	:	৩,৬৯,২৬,০০০ একর
জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান	:	১৯.২৯%
কৃষিতে নিয়োজিত জনশক্তি	:	২৫.৭%
মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন	:	
ক. বিবিএস প্রদত্ত (চাল ও গম)	:	চাল-৩,৩৫,৪১,১০১ মেট্রিক টন গম-৯,৭২,০৮৫ মেট্রিক টন
খ. ভুট্টা	:	১০,১৮,২৮৭ মেট্রিক টন

এক নজরে প্রাণিসম্পদ

জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদের প্রবৃদ্ধির হার (২০১০-১১) :	৩.৩২%
জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদের অবদান (২০১০-১১) :	২.৫৮%
কৃষি অর্থনীতিতে পশুসম্পদ (২০০৯-১০) :	১৭.০৩%
আত্মকর্মসংস্থানে পশুসম্পদ (প্রত্যক্ষভাবে) :	২০%
আত্মকর্মসংস্থানে প্রাণিসম্পদ (পরোক্ষভাবে) :	৫০%
পশুজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন (কোটি টাকা হারে) :	প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন (শুধু চামড়া থেকে) :	৪.৩১%
জমি চাষ :	৫০%
জৈব সার উৎপাদন :	১২৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন
গৃহস্থালী জ্বালানি সরবরাহ :	২৫%

পশুপাখির সংখ্যা (মিলিয়ন)

পশুপাখি	সংখ্যা (লাখ)						
	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
গরু	২২৮.০	২২৮.৭	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫
মহিষ	১১.৬	১২.১	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩
ছাগল	১৯৯.৪	২০৭.৫	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬
ভেড়া	২৫.৭	২৬.৮	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২
মোট গবাদিপশু	৪৬৪.৭	৪৭৫.১	৪৮৫.০	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৮৪	৫২৮.৩৬
মোরগ-মুরগি	১৯৪৮.২	২০৬৮.৯	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬
হাঁস	৩৮১.৭	৩৯০.৮	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০
মোট হাঁস-মুরগি	২৩২৯.৯	২৪৫৯.৭	২৫২৩.১	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬

২০১১-২০১২ সনের মাংস, দুধ ও ডিমের বার্ষিক উৎপাদন, চাহিদা ও প্রাপ্যতা এবং ঘাটতির পরিমাণ

পণ্য	দেশের চাহিদা	দেশের উৎপাদন	জনপ্রতি চাহিদা	জনপ্রতি প্রাপ্যতা	ঘাটতির পরিমাণ
দুধ	১৩.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন	৩.৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২৫০ মিলি লিটার/দিন	৬৪.১১ মিলি লিটার (দিন/জন)	১০.০৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন
মাংস	৬.৪৮২ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২.৩৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন	১২০ গ্রাম/দিন	৪৩.১৭ গ্রাম/দিন/জন	৪.১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন
ডিম	১৫৩৯২ মিলিয়ন টি	৭৩০৩.৮৯ মিলিয়ন	১০৪ টি (বছরে)	৪৯.৩৫ (বছর/জন)	৮০৮৯.১১ মিলিয়ন টি

তথ্য সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০১২

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম

* গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা; * গবাদি পশু-পাখির টিকা উৎপাদন ও বিতরণ; * পোলট্রি খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন ও বিতরণ; * সম্প্রসারণ কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর; * ডেইরি খামার ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন; * ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও শূকর উন্নয়ন খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উহাদের জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; * গবেষণা কার্যক্রম; * ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ কার্যক্রম; মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম; * চিড়িয়াখানার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

এক নজরে মৎস্য সম্পদ

(২০১০-২০১১ সনের তথ্যানুযায়ী)

অভ্যন্তরীণ মৎস্যের জল আয়তন

ক) বদ্ধ জলাশয়

- পুকুর ও ডোবা
- অল্পবো লেক (বাঁওড়)
- আধাবদ্ধ জলাশয় (প-বন ভূমি)
- চিংড়ি খামার

৬,৭৮,৭২৪ হেক্টর

৩,৭১,৩০৯ হেক্টর

৫,৪৮৮ হেক্টর

২৫,৪৩৫ হেক্টর

২,৭৬,৪৯২ হেক্টর

খ) উন্মুক্ত জলাশয়

- নদী ও মোহনা
- সুন্দরবনসহ
- বিল
- কাপ্তাই লেক
- প-বন ভূমি

৪০,২৪,৯৩৪ হেক্টর

৮,৫৩,৮৬৩ হেক্টর

১,৭৭,৭০০ হেক্টর

১,১৪,১৬১ হেক্টর

৬৮,৮০০ হেক্টর

২৮,১০,৪১০ হেক্টর

সামুদ্রিক জলায়তন

সমুদ্রসীমা (তটরেখা হতে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)

একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা (তটরেখা হতে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত)

মহীসোপান এলাকা (৪০ ফ্যাদম গভীরতা পর্যন্ত)

উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি

জেলের সংখ্যা

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে

সামুদ্রিক জেলে

মৎস্যচাষি

চিংড়িচাষি

মৎস্য উৎপাদন

○ অভ্যন্তরীণ মৎস্য

○ উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)

○ বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)

○ সামুদ্রিক মৎস্য

○ ট্রলার দ্বারা আহরণ

○ ইঞ্জিন চালিত নৌকা দ্বারা আহরণ

২,৬৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল

৪১,০৪০ বর্গ নটিক্যাল মাইল

২৪,৮০০ বর্গ নটিক্যাল মাইল

৭১০ কিলোমিটার

১২.৮০ লাখ

৭.৭০ লাখ

৫.১০ লাখ

৪২.৩০ লাখ

১১.৫০ লাখ

৩০,৬১,৬৮৭ মেট্রিক টন

২৫,১৫,৩৫৪ মেট্রিক টন

১০,৫৪,৫৮৫ মেট্রিক টন

১৪,৬০,৭৬৯ মেট্রিক টন

৫,৪৬,৩৩৩ মেট্রিক টন

৪১,৬৬৫ মেট্রিক টন

৫,০৪,৬৬৮ মেট্রিক টন

মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রপ্তানি

পরিমাণ

৯৬,৪৬৮.৭০ মেট্রিক টন

মূল্য

৪,৬০৩.৮৩ কোটি টাকা

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প-াঙ্গ

১৬২টি (ইইউ অনুমোদিত-

৭৪ টি)

২.৭৩%

রফতানি আয়ে অবদান

জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান

জিএনপিতে মাছের মূল্য (বর্তমান বাজার মূল্য)

১৯,৫৬৭.৯০ কোটি টাকা

জিডিপিতে অবদান

৪.৪৩%

কৃষি খাতে অবদান

২২.২১%

মৎস্য গ্রহণ ও চাহিদা

মাছের বার্ষিক চাহিদা

৩২.৭২ লাখ মে. টন

জনপ্রতি বার্ষিক মাছ গ্রহণ

১৮.৯৪ কেজি

জনপ্রতি মাছের বার্ষিক চাহিদা	২০.৪৪ কেজি
প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে অবদান	৬০% (প্রায়)
মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি	
মৎস্য হ্যাচারি	৯২১টি (সরকারি ৭৬টি)
মৎস্য নার্সারি	১০৮০২টি
হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	৬,২৯,১৭৫.৫৩ কেজি
প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	৪,৩৭০ কেজি
নার্সারিতে পোনা উৎপাদন	৮২,০৩৮ লাখ
চিংড়ি হ্যাচারি	
বাগদা হ্যাচারি	৬০টি (সরকারি ২টি)
বাগদার রেণু উৎপাদন (পিএল)	৫৯,৫০০ লাখ
গলদা হ্যাচারি	৮০টি (সরকারি ১৭টি)
গলদার রেণু উৎপাদন (পিএল)	১২,০০০ লাখ
প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির রেণু সংগ্রহ	৯,০০০ লাখ
সরকারি অবকাঠামো (সংখ্যা)	
মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৬টি
মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি	১টি
মৎস্য হ্যাচারি/মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার	১২৪টি (সরকারি হ্যাচারি-৭৬টি)
হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন	৭,১৬৯ কেজি
বাগদা ও গলদা চিংড়ি হ্যাচারি	১৯টি (বাগদা ২টি ও গলদা ১৭টি)
মৎস্য ডিপো-মা ইনস্টিটিউট	১টি
চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	২টি
চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	২০টি
মৎস্য অবতরণকেন্দ্র (বিএফডিসি)	৯টি
মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (উপকেন্দ্র)	১০টি
সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)	
ট্রলার	১৮৬টি
ইঞ্জিন চালিত নৌকা	২১,০১৬টি
ইঞ্জিনবিহীন নৌকা	২২,১২০টি
সনাতনী নৌকা	৪৩,১৩৬টি
জাল ও বড়শি	৭৮,১৭২টি
মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)	
মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	২৬০টি
বিদেশি মৎস্য প্রজাতি	১২টি
মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	২৪টি
সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	৪৭৫টি
সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	৩৬টি
মৎস্য অধিদপ্তর জনবল (২০১০-১১)	৪,৮৪৬ জন
প্রথম শ্রেণী	৯৫০ জন
দ্বিতীয় শ্রেণী	৬৩৪ জন
তৃতীয় শ্রেণী	১,৯৩৪ জন
চতুর্থ শ্রেণী	১,৩২৮ জন

তথ্য সূত্র : মৎস্য অধিদপ্তর ২০১২

এক নজরে বাংলাদেশের বনাঞ্চল

বনের ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)	বনভূমির শতকরা পরিমাণ (%)	মন্তব্য
পাহাড়ি বন	৬৭৯.০	৪২%	যা সমগ্র দেশের মোট ভূমির শতকরা
শাল বন	১২০.০	৭.৫%	
প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ (সুন্দরবন)	৬০১.০	৩৮%	১০.৮% মাত্র।
সৃজিত ম্যানগ্রোভ (উপকূলীয় বন)	১৮০.০	১১%	তথ্য সূত্র : জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১২ উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্য কণিকা।
জলাভূমির বন	২৭.০	১.৫%	
সরকারি ব্যবস্থাপনায় মোট	১,৬০৯.০	১০০%	
গ্রামীণ বন	৭৭৪.০		

২০১০-২০১১ আর্থিক সনে প্রধান বনজ দ্রব্য আহরণের বিবরণী

ক্রমিক নং	প্রধান বনজ দ্রব্যের বিবরণ	পরিমাণ
১	কাঠ	২২,০৫,৯৪৪.৭৬ ঘনফুট
২	জ্বালানি কাঠ	৯,৩৩,৪০৮.৫৪ ঘনফুট
৩	বলি	১,১৭,৪৩৪.৬৩ দৈর্ঘ্য ফুট
৪	বাঁশ	১,৮২,২৩,১৭৬.০০ টি
৫	মাছ	৫০,৪০,২৯১.০০ মণ
৬	মধু	২৫,০৯৮.২৮ মণ
৭	গোলপাতা	২,০৭,৩৯,৩৫১.০০ মণ
৮	বেত	৯,৭২,২১৩.০০ দৈর্ঘ্য ফুট
৯	পাল্লুউড	৫,৯৭,৪৮৩.০০ ঘনফুট
১০	গেওয়া কাঠ	৩০,৮৯২.৩৩ ঘনফুট

তথ্য সূত্র : বন অধিদপ্তর ২০১২

বিএডিসির বিভিন্ন বিভাগ/প্রকল্পের ২০১১-১২ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত এবং
ভিশন ২০২০-২১ সালের বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ

পরিমাণ : মে. টনে

ক্রঃ নং	বীজ ফসলের নাম	বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ					ভিশন ২০২০-২১
		২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	
১	আউশ (উফশী)	১৩৫০	১৩৫০	১৩৫০	১৩৫০	১৩৫০	১৫০০
২	আমন (উফশী)	২৭১০০	৩১৬৩০	৩৬১৫০	৪০৬৬০	৪৫১৮৭	৫৪০০০
৩	বোরো (উফশী)	৬১৫০০	৬২৭৩০	৬৪০০০	৬৬০০০	৬৮০০০	৭০০০০
	বোরো (হাইব্রিড)	১০০০	২০০০	৩৫০০	৫০০০	৫০০০	৭০০০
	মোট ধান বীজ	৯০৯৫০	৯৭৭১০	১০৫০০০	১১৩০১০	১১৯৫৩৭	১৩২৫০০
৪	গম	২৭০০০	২৮০০০	২৯০০০	৩০০০০	৩১০০০	৩৫০০০
৫	ভুট্টা	৫০০	১০০০	১৫০০	২০০০	২২০০	২৫০০
	মোট দানাশস্য বীজ	১১৮৪৫০	১২৬৭১০	১৩৫৫০০	১৪৫০১০	১৫২৭৩৭	১৭০০০০
৬	বীজ আলু	২০০০০	২২০০০	২৪০০০	২৮০০০	৩৬০০০	৬০০০০
৭	ডাল জাতীয় বীজ	১২২৫	১৫৫০	২১০০	২৫১০	২৫১০	৬৩০০
৮	তৈল জাতীয় বীজ	১২৭৫	১৪৫০	১৯০০	২২৬৫	২২৬৫	৪৩০০
৯	পাট বীজ	১৪৪০	১৬০০	১৭২০	১৮৫০	২০০০	২৫০০
১০	সবজি বীজ	১০০	১০৩	১৩২	১৪২	১৫২	২০০
১১	মসলা বীজ	৭০০	৮০০	৯০০	১০০০	১১০০	২০০০
	সর্বমোট	১৪৩১৯০	১৫৪২১৩	১৬৬২৫২	১৮০৭৭৭	১৯৬৭৬৪	২৪৫৩০০

বিএডিসির মাধ্যমে ২০০৬-০৮ হতে ২০১০-১২ পর্যন্ত বীজ সরবরাহের তথ্য

পরিমাণ : মে. টনে

ক্রঃ নং	বীজ ফসলের নাম	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১	আউশ (উফশী)	৬৭২	৮৫৬	৭৭৭	৯৪১	১৭১০
২	আমন (উফশী)	১৩৯৯০	১৬৯৪৯	১৭৬৮১	২০৩৬৬	১৯১৩৮
৩	বোরো (উফশী)	৩২৬৫৪	৩৬৫২৫	৪৪৪১৭	৫৭৮১৫	৫৫৯৪৯
	বোরো (হাইব্রিড)	০.০	৪৯	৬৯	৪০৫	৭০৩
	মোট ধান বীজ	৪৭৩১৬	৫৪৩৭৯	৬২৯৪০	৭৯৫২৭	৭৭৫০০
৪	গম	১৮২২৪	১৯৯৭১	২৩৪২৯	২৬৯৬১	১৩৫৪০
৫	ভুট্টা	১৫৪	৮৩	৪০	৮৫	২৯৬
	মোট দানাশস্য বীজ	৬৫৬৯৪	৭৪৪৩৩	৮৬৪১৩	১০৬৫৭৩	৯১৩৩৬
৬	বীজ আলু	১২২১৮	১৩৬৬২	১৩৯৮৭	১৮৮৯৯	১০১৫৪
৭	ডালজাতীয় বীজ	৫০৯	৮৪৩	৬৬৮	১২০৮	১০৯২
৮	তৈলজাতীয় বীজ	৫২৭	৯০৬	৭২৭	১০০৬	১৪২৬
৯	পাট বীজ	৯৫০	৯১৪	১২৩০	৮৫৬	৮৮৩
১০	সবজি বীজ	৩৯	৫৮	৮৬	১০২	১০৯
১১	মসলাজাতীয় বীজ	-	৩১২	৪৬১	৬১২	৮৬
	সর্বমোট	৭৯৯৩৭	৯০৯২৮	১০৩৫৭২	১২৯২৫৬	১০৫০৮৬

বিএডিসির সার ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রমের প্রতিবেদন

বিএডিসি ১৯৬২ সনের জুলাই মাস হতে সার আমদানি ও বিতরণ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৯৬২-৬৩ অর্থবছরে ৫০,০০০ মে. টন সার আমদানি ও বিতরণে সমর্থ হয়েছিল। বিএডিসির এই সার আমদানি ও বিতরণ কার্যক্রম ১৯৬২-৬৩ সন থেকে ১৯৯১-৯২ সন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বেসরকারিকরণের শেষ পর্যায়ে বিএডিসি প্রায় ১৫.৫০ লাখ মে. টন সার বিতরণ করে।

সরকারি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৯৯২-৯৩ সন থেকে ২০০৫-০৬ সন পর্যন্ত বিএডিসির সার আমদানি/বিতরণ কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

সার বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারিকরণের ফলে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়—

* সারের সুখম ব্যবহার হয়নি।

* ভেজাল, কম ওজন ও নিম্নমানের সার বাজারজাত হয়।

* ফলে কৃষক প্রতারিত হয়।

* মাটির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট এবং পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়।

প্রায় ১৫ বছর পর, ২০০৬-০৭ সনে বিএডিসিকে পুনরায় সীমিত আকারে নন-ইউরিয়া (টিএসপি ও এমওপি) সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্ব দেয়া হয়। নিম্নে বিএডিসির সার আমদানি ও বিতরণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

* ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ সনে বিএডিসি আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে সার আমদানি করে।

* ২০০৮-০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের সাথে তিউনিশিয়া, মরক্কো ও বেলারুশের সাথে সার আমদানির জন্য তিন বছরমেয়াদি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে সার আমদানির কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

* সার ব্যবস্থাপনায় বিএডিসির ধারাবাহিক সফলতার কারণে সরকার ২০১০-১১ অর্থবছর হতে বিদেশ থেকে ডিএপি সার আমদানি ও বিতরণের দায়িত্বও বিএডিসিকে প্রদান করে।

* সরকারি কাউন্টার গ্যারান্টির আওতায় ১৪% হারে ১২০ দিনের সুদ প্রদানের শর্তে বিএডিসি কর্তৃক নন-ইউরিয়া (টিএসপি ও এমওপি) আমদানি করা হচ্ছে। টিএসপি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড ও এমওপি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের টিআর ঋণের (LTR-Loan against Trust Receipt) বিপরীতে আমদানি করা হয়।

* সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে টিআর ঋণ হিসেবে খোলা হয়। সার বিক্রয়ের অর্থ এবং সরকার থেকে প্রাপ্ত ভর্তুকি হতে সার আমদানির জন্য ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ সমন্বয় করা হয়।

বিএডিসি কর্তৃক ২০০৬-০৭ থেকে ২০১২-১৩ পর্যন্ত আমদানিকৃত সারের পরিমাণ (মে. টন)

সারের নাম	অর্থবছর					
	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
টিএসপি	৪৭,৫০২	১,৪৮,৮১৯	১,৫১,৮৩৩	২,০৫,৬২৫	২,০৯,৭৪০	৫২,৫০০
এমওপি	-	৭৯,৫৯৭	১,৫৪,৩২৪	১,৮৫,৫৩০	২,৩১,১৯৬	৩২,৩৪৮
ডিএপি	০	০	০	৯৯,০৫৩	৭১,৬৭৪	০
মোট	৪৭,৫০২	২,২৮,৪১৬	৩,০৬,১৫৭	৪,৯০,২০৮	৫,১২,৬১০	৮৪,৮৪৮

২০১২-১৩ অর্থবছরে টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সার আমদানি/বিতরণের চিত্র

হিসাব : মে. টন

সারের নাম	০১/০৭/১২ তারিখে প্রারম্ভিক মজুদ	২০১২-১৩ সনে আমদানি	মোট মজুদ	১৩/০৯/১২ পর্যন্ত বিক্রয়/বিতরণ	১৩/০৯/১২ তারিখে মজুদ
১	২	৩	৪=(২+৩)	৫	৬=(৪-৫)
টিএসপি	১,০৮,১৭৪	৫২,৫০০	১,৬০,৬৭৪	১৮,৪৭১	১,৪২,২০৩
এমওপি	৮৫,২২৯	৩২,৩৪৮	১,১৭,৫৭৭	১২,৪৯১	১,০৫,০৮৬
ডিএপি	১,৩৪,৪১৭	০	১,৩৪,৪১৭	৩,২৪৯	১,৩১,১৬৮
মোট	৩,২৭,৮২০	৮৪,৮৪৮	৪,১২,৬৬৮	৩৪,২১১	৩,৭৮,৪৫৭

ভূর্জিকর আওতায় সারের বর্তমান বিক্রয়মূল্য

	ডিলার পর্যায়ে	কৃষক পর্যায়ে
টিএসপি	: ২০.০০ টাকা প্রতি কেজি	২২.০০ টাকা প্রতি কেজি
এমওপি	: ১৩.০০ টাকা প্রতি কেজি	১৫.০০ টাকা প্রতি কেজি
ডিএপি	: ২৫.০০ টাকা প্রতি কেজি	২৭.০০ টাকা প্রতি কেজি

বিএডিসির ক্ষুদ্র সেচ উইং এর বিভিন্ন কার্যাবলীর তথ্য

কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো ২০১২ সনের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করা। এজন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ক্ষুদ্র সেচ উইং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে দুই ধরনের সেচ কার্যক্রম প্রচলিত আছে। বৃহৎ সেচ ও ক্ষুদ্র সেচ। ক্ষুদ্র সেচের মাধ্যমে বোরো মৌসুমে দেশের ৯৫% সেচকৃত জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। ফসলে সেচ প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিএডিসি বেশ কিছু কৌশল গ্রহণ করেছে। কৌশলগুলো হলো-

১. বর্তমানের ৫২ লাখ হেক্টর সেচ এলাকা টেকসই করা এবং প্রতি বছর ১ লাখ হেক্টর হিসেবে আগামী ২০২১ সনের মধ্যে আরো ১০ লাখ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনয়ন;
২. সেচ কাজে ভূপরিষ্ক পানি সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এর ব্যবহারকে অগ্রাধিকার প্রদান। সে লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ ও সুসংহত করার উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ;
৩. ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামিতা রোধকরণ;
৪. সেচ দক্ষতা ৩৫% থেকে ৫০% এ উন্নীতকরণ;
৫. কৃষির উন্নয়ন ও পরিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে কিভাবে কৃষিকে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে গবেষণা করা এবং
৬. ধানের ফলন পার্থক্য (Yield Gap) ২০২১ সনের মধ্যে ৩ টন/হেক্টর থেকে ১ টন/হেক্টরে কমানো।

সেচ এলাকা টেকসই করা এবং সেচ এলাকা বৃদ্ধি কার্যক্রম

- সেচের আওতাভুক্ত জমি যাতে পানির অভাবে সেচবহির্ভূত এলাকায় পরিণত না হয়

এজন্য বিএডিসি বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে; বর্তমানে ১৫টি প্রকল্প ও ৭৩টি কর্মসূচির কার্যক্রম চলছে এবং আরো ৮টি প্রকল্প এবং ২০টি কর্মসূচি সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে;

- বিএডিসির গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে অনাবাদি জমি সেচের আওতায় আনার জন্য পানির প্রাপ্যতার ওপর ভিত্তি করে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক সেচ এলাকা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ;
- অচল/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ;
- যেসব এলাকায় ভূপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নেই কিন্তু ভূগর্ভে পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তোলনযোগ্য পানি আছে, সেসব এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপ/কম ক্ষমতাসম্পন্ন ফোর্স নলকূপ স্থাপন;
- সোলার এনার্জি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ।

সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা

- সেচের পানির উৎস বৃদ্ধিকল্পে ভূপরিস্থ পানি (বৃষ্টি ও বন্যার পানি) সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল-নালা, পাহাড়ি ছড়া ইত্যাদি পুনঃখনন/সংস্কার;
- ছোট নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান;
- জলাবদ্ধ এলাকায় খাল নালা পুনঃখনন ও বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে কৃষি জমি পুনরুদ্ধারসহ সেচের নির্ভরযোগ্য উৎস তৈরির মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা;
- বৃষ্টি বা বন্যার পানি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকার Water Control Structure (যেমন- ক্রস ড্যাম, সাবমারসিবল ওয়্যার, বক্স কালভার্ট ক্যাটল ক্রসিং ইত্যাদি) নির্মাণ;
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মিঠা পানি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির জন্য ডাগ ওয়েল স্থাপন, ওই পানি পানীয় হিসেবে ব্যবহার এবং তরমুজ ও নেরিকা জাতের ধান চাষকরণ।

ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির নিম্নগামিতা রোধকরণ

- সেচের পানির উৎস বৃদ্ধিকল্পে ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য খাল-নালা, পাহাড়ি ছড়া ইত্যাদি পুনঃখনন/সংস্কারের মাধ্যমে ভূগর্ভে পানির পুনর্ভরণ (Recharge) বৃদ্ধিকরণ;
- খননকৃত খালে এবং বিভিন্ন প্রবাহমান নদীতে ১ কিউসেক থেকে ২, ৫, ১০, ১২.৫ এবং ২৫ কিউসেক পর্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন;
- পাহাড়ি ছড়া ও ছোট নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে ভূপরিস্থ সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা;
- দেশের ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়মিত পানির স্তর মনিটরিং এবং থাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ আপডেটকরণ এবং জনগণকে পূর্বাভাস প্রদান।
- কম পানির উৎস সম্পন্ন এলাকায় শস্য বিন্যাস পরিবর্তন করে কম পানির চাহিদা সম্পন্ন ফসল যেমন- গম, ভুট্টা ইত্যাদির আবাদ সম্প্রসারণ;
- চর অঞ্চলে কম ক্ষমতাসম্পন্ন গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন ও হুজ পাইপ ব্যবহারের মাধ্যমে পৈয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ ও অন্যান্য সবজি জাতীয় ফসলের আবাদ বৃদ্ধি।

সেচ দক্ষতা ৩৫% থেকে ৫০% এ উন্নীতকরণ

- সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত ভূপরিষ্ক পাকা সেচনালা নির্মাণ;
- বর্তমানে সেচের পানি ও আবাদযোগ্য জমির অপচয়রোধকল্পে ৬০০ মিটার থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত ভূগর্ভস্থ সেচ নালা (বারিড পাইপ লাইন) নির্মাণ এবং তা হতে হুজ পাইপ সংযোগ দিয়ে পানি প্রয়োজনে দূরত্বে পরিবহন;
- সেচ নিয়ন্ত্রক পাইপ (সেনিপা)/Alternate Wetting and Drying (AWD) এর মাধ্যমে ধান গাছে সেচ প্রদান;
- সেচ যন্ত্রের চালক, মেকানিক, ফিল্ডম্যান ও বেকার যুবকদের সেচ যন্ত্র চালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর এবং কৃষকদের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

কৃষির উন্নয়ন ও পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব থেকে কৃষিকে রক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা

- দেশের ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার জোনিং ম্যাপ আপডেট করার কার্যক্রম গ্রহণ;
- ভূগর্ভ হয়ে দক্ষিণের সাগর থেকে লবণ পানির অনুপ্রবেশ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করে সমস্যার প্রকৃতি ও সম্ভাব্য সমাধান নির্ণয়;
- পানিতে বিদ্যমান লবণ, আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের প্রভাব থেকে শস্য, গবাদিপশু ও জনগণকে নিরাপদ রাখতে নিয়মিত আধুনিক ল্যাবে পানির গুণাগুণ পরীক্ষাকরণ এবং প্রচার;
- ক্ষুদ্র সেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ যন্ত্র, সেচ এলাকা, সেচের পানি ইত্যাদির নিয়মিত জরিপ, অনুসন্ধান, অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার ও পর্যবেক্ষণ নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ স্থিতিশীল পানির স্তর পরিমাপ করা এবং Space Technology (ST), Remote Sensing (RS), Geophysical Survey এর মাধ্যমে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ করে, আধুনিক প্রযুক্তি যেমন- Geographic Information System (GIS), Modelings এর মাধ্যমে বিশেষণ, পরিবীক্ষণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন, প্রচার এবং ডাটাবেজ উন্নয়ন ও সরকারকে তা অবহিতকরণ।

ধানের ফলন পার্থক্য (Yield Gap) ৩ টন/হেক্টর থেকে ১ টন/হেক্টরে কমানো

- সময়মতো ও পরিমাণমতো ফসলে সেচের ব্যবস্থা করা;
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে অল্প সময়ে কৃষি জমি প্রস্তুত করে ফসল সংগ্রহের ব্যবস্থা করা সহ ফসল কর্তন পরবর্তী ফসল নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা;
- 'অন ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতন করে তোলা।

খাদ্য উপাদান অনুযায়ী সারের ব্যবহারিক হিসাব

অনুমোদিত মাত্রানুযায়ী যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ থেকে ইউরিয়া, টিএসপি ও মিউরেট অব পটাশ/সালফেট অব পটাশের মাত্রা নির্ণয়।

অনুমোদিত খাদ্য উপাদান কেজি/হেক্টর	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)				
	ইউরিয়া	টিএসপি	মিউরেট অব পটাশ	সালফেট অব পটাশ	এসএসপি
১০	২২	৫০	২০	২৪	১২৫
২০	৪৩	১০০	৪০	৪৮	২৫০
৩০	৬৫	১৫০	৬০	৭১	৩৭৫
৪০	৮৭	২০০	৮০	৯৫	৫০০
৫০	১০৯	২৫০	১০০	১১৯	৬২৫
৬০	১৩০	৩০০	১২০	১৪৩	৭৫০
৭০	১৫২	৩৫০	১৪০	১৬৭	৮৭৫
৮০	১৭৪	৪০০	১৬০	১৯০	১০০০
৯০	১৯৬	৪৫০	১৮০	২১৪	১১২৫
১০০	২১৭	৫০০	২০০	২৩৮	১২৫০
১২০	২৬১	৬০০	২৪০	২৮৫	১৫০০
১৪০	৩০৪	৭০০	২৮৫	৩৩৩	১৭৫০
১৬০	৩৪৮	৮০০	৩২০	৩৮১	২০০০
১৮০	৩৯১	৯০০	৩৬০	৪২৮	২২৫০
২০০	৪৩৫	১০০০	৪০০	৪৭৬	২৫০০

তথ্য সূত্র : ফার্টিলাইজার রিকমেন্ডেশন গাইড, বিএআরসি-২০০৫

রূপান্তর প্রণালী

$NX \times 2.19 =$ ইউরিয়া

$PX \times 0.0 =$ টিএসপি/ডিএপি

$KX \times 2 =$ এমওপি

$SX \times 0.56 =$ জিপসাম

$ZnX \times 2.98 =$ জিংক সালফেট

$BX \times 0.88 =$ বরিক এসিড

প্রদর্শনী প-টে সারের মাত্রা নির্ণয়

৪০০ বর্গমিটার প-টের জন্য : হেক্টরপ্রতি সারের মাত্রাকে ২৫ দিয়ে ভাগ হবে

২০০ বর্গমিটার প-টের জন্য : হেক্টরপ্রতি সারের মাত্রাকে ৫০ দিয়ে ভাগ হবে

উদাহরণ

৬০ কেজি N (নাইট্রোজেন) = ১৩০ কেজি ইউরিয়া

$130 \div 25 = 5.2$ কেজি ইউরিয়া ৪০০ বর্গমিটার প-টের জন্য

$130 \div 50 = 2.6$ কেজি ইউরিয়া ২০০ বর্গমিটার প-টের জন্য

বিভিন্ন ফসলের দ্বারা মাটি থেকে খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ

ফসল	ফলন (মে.টন/হেক্টর)	খাদ্য উপাদান অপসারণের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)			
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশিয়াম	সালফার
উফশী ধান	৬.০০	১০৮	১৮	১২০	১১
উফশী গম	৫.০০	১৪৮	২৮	১২৩	২১
ভুট্টা	৬.০০	১২০	২২	১০০	২৫
আলু	৩২.০০	১১৩	২১	১০০	২৫
পাট (আঁশ/বেল)	৪.০০	১৩০	২৬	২৬৬	২০
তুলা (কেজি লিন্ট/হেক্টর)	১০০	২৬	০৯	৭০	১৫
তামাক	২.০০	১৩০	১৮	১৯৯	১০
আখ	১২০.০০	৮১	৬৭	৩০৬	৪২
সরিষা	১.৫০	৮২	১৫	৯১	৩২
চীনাবাদাম	২.০০	১৭০	১৩	৯১	৩২
সয়াবিন	৩.০০	২২০	১৮	১৪১	২০
তিল	১.২০	৬২	১০	৫৩	১৪
সূর্যমুখী	৩.০০	১২০	২৬	১৯৯	১৫
ছোলা	১.৫০	৯১	০৬	৪৭	১৩
মসুর	২.০০	১১৪	১৩	৩৫	৮
মাসকলাই	০.৯০	৭১	০৬	৪৯	৫
মটর	১.০০	১০৬	২১	৫৯	৬
ভাড়াহর	১.২০	৮৫	০৮	১৬	০৯
বাঁধাকপি	৭০.০০	৩৭০	৩৭	৩৯৮	৮০
ফুলকপি	৫০.০০	৩৫০	৪৪	২৯০	১৫
টমেটো	৫০.০০	১৪০	২৯	১৫৮	৩০
গাজর	৩০.০০	১২৫	২৪	১৬৭	২০
শসা	৪০.০০	৭০	২২	১০০	১০
বেগুন	৬০.০০	১৭৫	১৭	২৫০	৩০
মুলা	২০.০০	১২০	২৬	১০০	২০
মিষ্টি কুমড়া	৫০.০০	৯০	৩১	১৩৩	১৫

প্রতি কেজি খাদ্য উপাদানের জন্য সার ব্যবহারের পরিমাণ

১ কেজি নাইট্রোজেন	= ২.১৭ কেজি	ইউরিয়া
	= ৪.৭৬ কেজি	এমোনিয়াম সালফেট
	= ৫.৫৫ কেজি	ডিএপি
১ কেজি ফসফরাস	= ১২.৫০ কেজি	এসএসপি
	= ৫.০০ কেজি	টিএসপি/ডিএপি
১ কেজি পটাশিয়াম	= ২.০০ কেজি	এমওপি
	= ২.৩০ কেজি	সালফেট অব পটাশ
১ কেজি দস্তা	= ২.৭৮ কেজি	জিঙ্ক সালফেট
১ কেজি সালফার	= ৫.৫ কেজি	জিপসাম
১ কেজি বোরন	= ৫.৮৮ কেজি	বরিক এসিড

জৈব সারে পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ (শতকরা)

জৈব সার	আর্দ্রতা	এন	পি	কে	এস
গোবর	১৫-২০	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৫	-
খামারজাত সার	১৫-২০	০.৫-১.৫	০.৪-০.৮	০.৫-১.৯	-
মুরগির বিষ্ঠা	১২-১৫	১.৬	১.৫	০.৮৫	-
কম্পোস্ট (সাধারণ)	১৪-১৮	০.৪-০.৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০	-
কম্পোস্ট (শহর)	১৪-১৮	০.৫-০.৮	০.৪-০.৬	০.৮-১.০	-
কচুরিপানা কম্পোস্ট	১৫-২০	৩.০	২.০	৩.০	-
বায়োস্পারি (গোবর)	১২-১৫	১.৩০	২.৮	০.৮	-
বায়োস্পারি (মুরগির বিষ্ঠা)	৮-১২	২.৭	৩.৩	০.৮	-
প্রেসমড	১৫-২০	১.০	২.০	২.২	-
সরিষার খৈল	১২-১৫	৫.০	১.৮	১.২	-
তিসি খৈল	১২-১৫	৫.৫	১.৪	১.২	-
তিল খৈল	১৫-১.৫	৬.২	২.০	১.২	-
চীনাবাদাম খৈল	১২-১৫	৭.০	১.৫	১.৩	-
হাড়ের গুঁড়া	৮.০	৩.৫	৯.০	০.২	-
শুকনা রক্ত	৮-১০	১১.০	১.১	০.৭	-
গুঁটকি গুঁড়া	৮-১০	৭.০০	৩.৫০	১.০	-
সবুজ সার					
ধৈধগ	৮০	০.৭	০.৪	০.৪	-
মুগডাল	৭০	০.৮	০.২	০.৫	-
মাসকলাই	৭০	০.৮	০.২	০.৫	-
অড়হর	৭০	০.৭	০.১৫	০.৫	-
কুসুমফুল	৭০	০.৭	০.১২	০.৫	-
ধানের খড়	৮	০.৫	০.৩	১.২	-
গমের খড়	৭	০.৬	০.৩	০.৮	-
আখের পাতা	৬	০.৪	০.৩	০.৮	-

তথ্য সূত্র : বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা, ২০০৫

তুলায় ধন তুলায় মান
যে করে চাষ সে বুদ্ধিমান

বিভিন্ন সময়ে রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণ (টনে)

বছর	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এমওপি	জিপসাম	দস্তা	এএসপি	অন্যান্য	এনপিকেএস	মোট
১৯৯২-৯৩	১৫৪৭৪০৭	৪০৭০০২	২০১০	১১৯৮২৮	১২৬০৮৩	১০৮১৪০	৭২২	৪৯৯২	-	-	২৩১৬১৮৪
১৯৯৩-৯৪	১৫৭৮৯৫৫	২৩৪১৮৫	২৮৬৭৫	১৭০৬০৮	১০৩৮৭৫	৮৬০৫১	৫২০০	১০০৩৬	৯৭	-	২২১৭৬৮২
১৯৯৪-৯৫	১৭৪৮৪৫৮	১২২৯৪৭	১৮৩৭	৫৩৩৪৮৫	১৫৪২৪০	৭৭১৬১	-	২৪৯১	-	-	২৬৪০৬২০
১৯৯৫-৯৬	২০৪৫৫৩৫	১১১০৯৫	-	৫৯৬৮৮১	১৫৫৮৮১	১০৩৫৭৭	১০২৯	৮৬৯২	-	-	৩০২২৬৯০
১৯৯৬-৯৭	২১১৯৮৮৩	৭২৬২৯	-	৫২৫২৮৫	২১৯৩০২	৮৬৬১১	১১৬১	১১৬৯২	-	-	৩০৩৬৫৬৩
১৯৯৭-৯৮	১৭৯৯২৩৬	৫৭২০৫	৫৭৭৮	৪৫০৬৩৪	১৯০৬৮৩	১০৬৩৬২	৬৩৭	৮৪৬১	-	-	২৬১৮৭২৬
১৯৯৮-৯৯	১৯০২০২৪	১৭০২৪৭	৩৮৬৩৩	৩৬২৩৭০	২১০৭৪৮	১২৮২১৫	২৬৯	১২৪১৮	-	-	২৮২৪৯২৪
১৯৯৯-০০	১৯২৩২৮১	২২৫৩৫৪	৯৪৯১৭	১৯৭১৯৯	২০৪৬২৩	১৫৮০৪৪	৯০৪	২২১০০	-	-	২৮২৬৪২২
২০০০-০১	২১২১০৯৬	৩৯৯৪২৮	৯০০৭৭	১৩৮৫৮৯	১২৩৭৮৮	১০২২৬০	৩০০৬	১৩০২০	-	-	২৯৯১২৬৪
২০০১-০২	২২৪৭৪২২	৪০১৪৬৪	১২৭০৩৩	১২৭২২৩	২৩৩২৪৯	১১৫৫৭৮	২৩৮	২০০৮৩	-	১২৮৭৬	৩২৮৫০৬৯
২০০২-০৩	২২৪৭০০০	৩৭৫১৩০	১২২০১০	১৩২৫২৭	২৭৭০২০	১৫০৫২০	৫০০০	১০০০০	-	২৬০০০	৩৩৩৮৮০৭
২০০৩-০৪	২৩২৪০৮০	৩৬১০০০	৯০০০০	১৪৮০০০	২৪০০০০	১৪০০০০	৭০০০	৯০০০	-	৪৫০০০	৩৩৬৪০৮০
২০০৪-০৫	২৫২৩৩৯৫	৪২০০২৯	১৪০৭১৮	১৭০৯৩১	২৬০৩৮৫	১৩৫৭০৪	৮০০০	৫৫২২	-	৯০০০০	৩৭৫৪৭৫৪
২০০৫-০৬	২৪৫১৩৭০	৪৩৬৪৭০	১৪৫০০০	১৩০৩৯০	২৯০৬৭০	১০৪৯৫০	৭৫০০	৬৩২০	-	১১০০০০	৩৬৮২৬৭০
২০০৬-০৭	২৫৭৫০০০	৩৪০০০০	১১৫০০০	১২২০০০	২৩০০০০	৭২০০০	২৬০০০	৬০০০	-	১২৫০০০	৩৫৫১০০০
২০০৭-০৮	২৬৮৫০০০	৩৮০০০০	২৪০০০০	১০০০০০	৩৮০০০০	১৬০০০০	৪৫০০০	-	-	১০০০০০	৪০৯০০০০
২০০৮-০৯	২৪০০০০০	২০০০০০	৫০০০০০	২৫০০০০	১৫০০০০	১০০০০০	৩০০০০	-	-	৫০০০০০	৩০০৫০০০
২০০৯-১০	২৩০০০০০	৩০০০০০	৯০০০০০	-	২১০০০০	১০০০০০	৩২০০০	-	-	১,০২,০০০	৩১,৩৪,০০০
২০১০-১১	২৫৪০০০০	৪৩৫০০০	২৪০০০০	-	৩৬৫০০০	১০৫০০০	৩৮০০০	-	৭০০০	৭২০০০	৩৮০২০০০
২০১১-১২	২২৯৩০০০	৬৭৮০০০	৪০৯০০০	-	৬১৩০০০	১,৪০,০০০	৪৫০০০	-	৩০০০০	২৫০০০	৪২৩৩,০০০

বিবিএস ২০০৫, কৃষি পরিসংখ্যান পুস্তিকা, কৃষি মন্ত্রণালয় ২০০৭, সরেজমিন উইং-২০১২

রোগবালাই আর রাতকানা থেকে বাঁচতে যদি চান
শাকসবজি আর রঙিন ফল শিশুকে খাওয়ান-সিরাজী